আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখঃ (১০ মে, ২০২০) বুলেটিন নং ১৪৪	১০ মে হতে ১৪ মে, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০৬ মে হতে ০৯ মে, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৬ মে	০৭ মে	০৮ মে	০৯ মে	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৮.০	০.০	০.০	০.০	০.০-৮.০ (৮.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.৭	৩২.৬	৩৪.৬	৩৪.০	৩২.৬-৩৪.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৫	২২.০	২৩.৫	২৫.১	২২.০-২৬.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫৩.০-৯৩.০	৫১.০-৮০.০	৪৩.০-৯৩.০	৫২.০-৮৯.০	৪৩-৯৩
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৭	১৩.০	৭.৪	৫.৬	৩.৭-১২.৯৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৩	২	১	২	১-৩
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১০ মে হতে ১৪ মে, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৫.০-৩৭.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২১.৩-২২.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	২৫.০-৬৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৬-২.৯
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। গত চারদিন হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আগামী ০৫ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

বোরো ধান:

ফুল থেকে পাকা পর্যায়ঃ

- বোরো ধানে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টি না থাকলে অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বোরো চাষ পুরোদমে চলছে। কাজেই অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

চীনা বাদাম:

- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে টিক্কা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি অথবা সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- ঢেঁড়শের লীফ হপার পোকার আক্রমন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দল, লাউ প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন সবজির আন্ত:পরিচর্যা করুন।

- টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। ভাইরাস আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে আম, পেয়ারা ও লেবুজাতীয় ফসলে ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই আমের ছোট গাছের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করুন।
- আম বাগানে খুব সকালে, বিকালে বা রাতে সেচ প্রদান করুন।
- সংগ্রহ করার পর যেন আমে রোগের আক্রমণ না হয় সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। ফল গরম পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে তারপর পাকার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।

গবাদি পশু:

- উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত খাবার পানি এবং তাজা ঘাস খেতে দিন।
- গোয়াল ঘরের চারপাশের চটের বস্তা পানি স্প্রে করে ভিজিয়ে দিন।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁস মুরগীর থাকার জায়গায় যথাযথ তাপমাত্রা বজায় রাখুন। পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাবার এবং পানির ব্যবস্থা করুন।

মৎস্য:

- মাছ ধরার পর সরঞ্জামসমূহ সাবানপানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- পুকুরে মাছ ধরা ও অন্যান্য কাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন।